তারিখ: ৮ মে ২০১২

আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দাখিলকৃত বেসিসের বাজেট প্রস্তাব

(১) আইটি ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও অথরিটি গঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দঃ

জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এর ১৫৯ নং অনুচ্ছেদে আইসিটি শিল্প উন্নয়ন তহবিল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৭০০ কোটি টাকার ১০% অর্থাৎ ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হলো। একইসাথে নীতিমালার ১৫৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইসিটি শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্যও পুনরায় প্রস্তাব করা হলো।

(২) ক্র্যাশ ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে দশ হাজার আইটি প্রফেশনাল তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ ঃ

"ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা" শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে একটি মেলবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসিস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইটিএম) এর মাধ্যমে আগামী ২ বছরে ১০ হাজার আইটি প্রফেশনাল তৈরির কথা উল্লেখিত আছে। এই ক্র্যাশ ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য ৫০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

(৩) ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ১৫% মূসক প্রত্যাহারঃ

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর ১৫% মূসক ধার্য থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ইন্টারনেট-এর এই উচ্চমূল্য কমাতে অবিলম্বে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ধার্য ১৫% মূসক প্রত্যাহার করা অতীব জরুরী।

বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে বর্তমানে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য বেসিস প্রস্তাব করছে।

(৪) ই-কমার্স লেনদেনের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ই-কমার্স উৎসাহিত করতে ই-কমার্স ভিত্তিক পণ্য ও সেবা লেনদেন ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে ই-কমার্স বিস্তারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অনলাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটা, ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রচলন ইত্যাদি। তবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা মনে করছেন যে, ই-কমার্সের দ্রুত বিস্তারের জন্য কিছু মূসক অব্যাহতি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে আগামী ৩-৫ বছরের জন্য ই-কমার্সের সকল লেনদেনের ওপর থেকে খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

BDBL Bhaban (5th Floor-West), 12 Kawran Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh
P: +880 2 8151196, 8144708-9, 09612322747, F: +880 2 8151197
E: info@basis.org.bd | W: www.basis.org.bd